REG. NO. C. 858

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 25th May 1927. | ২য় সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ১৹ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /৹ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১৹ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী

১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস. ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥৹
" " ছোট শিশি ১৷৹

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৹
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৹ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ॥৵৹ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৪ সাল।

রঘুনাথগঞ্জ দেশবন্ধু পাঠাগারের বাৎসরিক উৎসব।

—০—

উক্ত পাঠাগারের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায় মহাশয়ের উদ্যোগে এবং সভ্যগণের আগ্রহাতিশয্যে গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার কলিকাতা হইতে শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার মহাশয় রঘুনাথগঞ্জে শুভাগমন করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস বেলা ৫টার সময় ৺রাধাগোবিন্দ সাধু মহাশয়ের গুদাম বাটীর প্রাঙ্গনে শ্রীমতী সরলা দেবীর সভানেতৃত্বে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে রঘুনাথগঞ্জের কতিপয় বালক ছোরা ও লাঠি খেলায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া সাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় চৌধুরী লাঠি খেলায় দক্ষতার জন্য একখানি রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন খাঁ সাহেবও এই সময়ে জঙ্গিপুর উপস্থিত ছিলেন বলিয়া সভায়ও আহূত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, শ্রীমতী সরলা দেবী ও অন্যান্য কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক বক্তৃতা করার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভাস্থলে শতাধিক টাকার সাহায্য স্বীকৃত ও স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার দাস ৫০৲, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী ১২৲ টাকা, শ্রীমতী অচলাবালা দেবী পক্ষে শ্রীমান্ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ১০৲ ও শ্রীযুক্ত বাবু ভজহরি নাথ মহাশয়ের ১০৲ উল্লেখযোগ্য। আমরা উক্ত পাঠাগারের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গনে প্রবেশ পথ।

—০—

পূর্ব্বে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের ফটক সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। কিছুদিন হইল তাহা একখানি দড়ি দিয়া আটকান থাকিতেছে। প্রবেশ পথের বাম পার্শ্বে নব নির্ম্মিত এক ঢিঁপির কয়েক সিঁড়ি উঠিয়া ও কয়েক সিঁড়ি নামিয়া তবে যাতায়াত করিতে হইতেছে। গেটের বাঁধন খুলিয়া গমনাগমন করিলে পাছে কোন্ প্যাঁচে পড়িতে হয় এই বলিয়া সাধারণে তাহা খুলিতে সাহস করে না। সুতরাং বৃদ্ধ ও খঞ্জ লোকের পক্ষে বা সাইকেলারোহীর পক্ষে যাতায়াতের অসুবিধা হইয়াছে। উঠানামা করার বিরক্তি সকলেই অনুভব করিতেছে। যদ্যপি গবাদি পশুর অত্যাচার নিবারণ করার উদ্দেশ্যেই এই ঢিপি টপকানর ব্যবস্থা হইয়া থাকে তাহা হইলে চর্কীর মত ঘূর্ণায়মান দরজা করিলে পদব্রজে গমনাগমনের ব্যাঘাত জন্মে না, পশ্বাদির অত্যাচার হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

জঙ্গিপুর মহকুমার স্কুল সমূহের

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।

জঙ্গিপুর হাই স্কুল।

প্রথম বিভাগ।

অবনীকুমার রায়, শান্তিময় রায় চৌধুরী, শিবরাম সান্যাল, কাশীনাথ সরকার, বীরেন্দ্রনাথ সেন, অম্বুজাক্ষ চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় বিভাগ।

অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর নাথ, নন্দদুলাল বাগচী, ধরণীধর মণ্ডল, শ্যামাচরণ দাস, ভগবতীচরণ দাস, গোষ্ঠবিহারী বড়াল, সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত, সামসুদ্দিন আমেদ, খালেদ হোসেন বিশ্বাস।

তৃতীয় বিভাগ।

সীতারাম স্বর্ণকার, সাকেতরঞ্জন ব্রহ্ম।

বাড়ালা রামদাস সেন হাই স্কুল।

প্রথম বিভাগ।

সত্যবান মণ্ডল।

নিমতিতা, জি, ডি, ইনষ্টিটিউসন।

প্রথম বিভাগ।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সুধাংশুকুমার রায়, সুধীরকুমার দাস, ফণিভূষণ রায়, শ্রীনারায়ণ মিশ্র, সাজ্জাদ আমেদ। জ্ঞানেন্দ্রভূষণ দাস।

দ্বিতীয় বিভাগ।

মহিমারঞ্জন দাস, শ্যামসুন্দর দত্ত, কালিচরণ ধর, আসারফীলাল মণ্ডল।

তৃতীয় বিভাগ।

মহম্মদ কোবাদ আলী।

কাঞ্চনতলা জে, ডি, জে, ইনষ্টিটিউসন।

প্রথম বিভাগ।

রাখালচন্দ্র সিংহ, সৈয়দ আবদুল ওয়াহিদ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

বিনয়ভূষণ ওঝা, প্রফুল্লচন্দ্র রায় চৌধুরী, মন্মথনাথ সরকার।

তৃতীয় বিভাগ।

শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ ঘটক।

হিন্দু মুসলমান সমস্যায় মৌলবী লিয়াকত হোসেনের বক্তব্য।

মুসলমান ভাইএর নিকট নিবেদন।

—০—

এই আয়েত কোরাণের সুরে নিছাতে আছে—

(১) "মাই ইয়োতে ইর রসুল ফকদ অতা আল্লাহ বমন তবল্লা ফমা অর্সলনাক অলেহিম হাফীজা।"

ইহার অর্থ এই—যে কেহ রসুলের সর্ব্বদা আদেশ মানিয়া থাকে, তাহার পক্ষে খোদার আদেশ মান্য করা ও তাবেদারী করা হয়, আর যিনি তাহাতে পরাঙ্মুখ থাকিবে, রসুলের তাবেদারী না করে, সে তোমার লোক নহে। এই আয়তের বলে বোঝা যায় যে, রসুলের আদেশ মান্য করা ও খোদার আদেশ মান্য করা একই কথা, রসুলের আদেশ অমান্য করিলে খোদাকে অমান্য করা হয়, এইরূপ ব্যক্তি তোমার প্রতি অবিশ্বাসী।

নিম্নলিখিত আয়ত সুরে আল ইমরানে আছে—

(২) "কুল অতি উল্লাহ, বর রসুলো ফাঅন্তবল্লো, ফাইনল্লাহ লায়ুহিব্বুল কাফেরীন।"

অর্থ—তুমি নিজের লোকদেরে বল যে, তারা যেন রসুলের এবং খোদার হুকুম মানে। যদি কথা না শুন তবে খোদা ঐরূপ কাফেরের সঙ্গে সখ্যতা রাখে না। এই আয়তের প্রমাণের দ্বারা এই স্থির হইল যে, খোদা ও রসুলের আদেশ অমান্যকারী লোক কাফের। খোদা এমন ব্যক্তিকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে না।

ভাই মুসলমানগণ, আজকাল মুসলমান নেতাগণ কোরাণ ও হাদিছ জানেনা, শুধু নিজ সম্প্রদায়ের এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিবাদ সৃষ্টি করাইবার জন্য বাজে মৌলভীদেরে বেতন দিয়া জেলায় জেলায় পাঠাইয়া থাকেন এবং বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করে।

মসজিদের নিকট দিয়া বাজনা সহকারে শোভাযাত্রা যাওয়া কোরাণ অথবা হাদিছে নিষিদ্ধ ত নহেই। অধিকন্তু রসুল আল্লার জুমা নমাজের সময় যখন তিনি মসজিদের মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া জুমার খোতবা পড়িতেছিলেন, তখন এক বড় সদাগর ঢাক ঢোল বাজাইতে বাজাইতে মসজিদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। যতজন মুসলমান মসজিদে জমা ছিল, তন্মধ্যে মাত্র বার জন খোতবা শুনিতে শুনিতে নবীর সঙ্গে ছিলেন। অবশিষ্ট সকলেই খোতবা ও নমাজ পরিত্যাগ করিয়া জিনিষপত্র কিনিবার জন্য এবং বাজনার তামাসা দেখিবার জন্য মসজিদ হইতে বাহির হইয়া সদাগরের নিকট চলিয়া গেল। ঐ বারজন লোককে সঙ্গে করিয়া রসুল নমাজ পড়িলেন। ঐ সময় খোদা মসজিদে রসুলের নিকট নিম্নলিখিত আয়ত পাঠাইলেন।

কোরাণের সুরজ্জমাতে এই আয়ত আছে—

"বএজারাআও তেজারতন্ আওলহবন ইলফজ্জু এলেহা তরকুক কায়েমা কুল মা ইন্দল্লাহো খয়রুন মিনল্লহবে বমিনাত্তজারতে বল্লাহো খয়রুর রাজেকীন।"

অর্থ—এবং দেখিল যে, সদাগরীও খেলা তামাসা কাছ দিয়া যায়, তখন ঐ দিকে দৌড় দেয় এবং তোমাকে নমাজ পড়িবার অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যায়। খেলা তামাসা ও সওদাগরী অপেক্ষা তোমরা যে খোদার কাছে রহিয়াছ, তাহাই অনেক উত্তম এবং খোদাই অধিক রোজগারের উপায় করিয়া দিতে পারেন।

মসজিদের সম্মুখ দিয়া কোন সময়েই বাজনা বন্ধ করিবার আদেশ দেন নাই এবং রসুলও খোতবা নমাজের সময় ঐ সওদাগরকে বাজনা বন্ধ করিতে বলেন নাই। অথবা কোন লোক দ্বারাও বাজনা বন্ধ করিবার জন্য সওদাগরকে বলিয়া পাঠান নাই। যখন মসজিদ দরজার নিকট খোতবা ও নমাজের সময় সওদাগর বাজনা বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেলেন এবং খোদা ও রসুল বাজনা বন্ধ করিতে বলিলেন না, তখন মুসলমানগণ মসজিদের কাছ দিয়া বাদ্য ভাণ্ড সহকারে শোভাযাত্রা যাইতে আপত্তি করে কেন এবং এমন কি জীবন দিতে ও নিতে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া যায়। ঐ রকম অবস্থায় খোদা ও রসুলের বিরুদ্ধে করিয়া—১ ও ২নং আয়তানুসারে কাফের খোদার আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হইতেছে।

মুসলমানগণ, তোমাদের স্বদেশ ভারতবাসীদের সহিত মেলামিশা করিয়া থাকা উচিত। হিন্দু হউক অথবা খ্রীষ্টান হউক, সকলের সঙ্গেই বন্ধুতা রাখিও।

রসুল উল্লা এবং তাঁর পারিষদবর্গ মদিনার ইহুদীদের সঙ্গে প্রীতি ও মিলন রক্ষা করিয়া চলিতেন, একে অন্যকে টাকা কর্জ্জ দিত, গরীব অনুচরবর্গ ইহুদীদের নিকট চাকরী করিয়া আহারের বন্দোবস্ত করিত।

মহম্মদ রসুল উল্লা যখন মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন আলীকে ডাকিয়া বলিলেন যে অমুক ইহুদীর নিকট হইতে 'ওমামা'র জিনিষপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য এত টাকা কর্জ্জ করিয়াছি। তুমি উহার ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করিবে। আলী সেই ঋণ পরিশোধ করিলেন।

এখন বুঝা গেল যে, রসুল উল্লা ইহুদীদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

সুলহ্ হোদাইবিয়াতে রসুল উল্লা হজ পরিত্যাগ করিলেন, এবং কাফেরদের সহিত মক্কা সম্বন্ধে *আপোষনামা করিয়া হজ না করিয়াই চলিয়া আসেন। যখন রসুল নিজেই এই সব করিয়া গিয়াছেন, তখন তুমি কেন ব্যবসায়ী

দাম্ভিক মৌলবী ও স্বার্থপর নেতাদের কথায় পড়িয়া ও ভুলিয়া হিন্দুদের সহিত ঝগড়া বিবাদ করিতেছ?

নিম্নলিখিত আয়তটি সুরে বকর পারে মর ফুলে আছে, যথা—

লাতুলকু বেয়াদীকুম, এলত-তাঃলোকাতে ॥

নিজে নিজে প্রাণ বিসর্জ্জন দিওনা। এমন কাজ করিওনা, যাহাতে প্রাণে মারা পড়িবে।

মুসলমানগণ,

বাঙ্গালার যে সকল স্থানে বাজনা বাজান লইয়া মসজিদের সম্মুখে ঝগড়া হইয়াছে, বেচারা গরাব মূর্খেরাই মারা গিয়াছে, ফাঁসি হইয়াছে, হাজারে হাজারে জেলে গিয়াছে, বল দেখি, তোমাদের কোন নেতা বা মৌলবী কি মারা গিয়াছে? ইহা ধর্ম্মের লড়াই হইলে প্রথমে শত শত মৌলবী ও নেতারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেন। নিজেরা গা ঢাকা দিয়ে তোমাদের মারার ব্যবস্থা করে জেলে পাঠায়।

এইরূপ মৃত্যু কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মের বিরোধী। বিষ খাইয়া জলে ডুবিয়া বা ফাঁসি দিয়া যে মৃত্যু হয়, এই মৃত্যু তাহারই তুল্য।

তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা, যিনি এই বিবাদে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি দুনিয়ার কাছে ছোট হইয়াছে। প্রাইমমিনিষ্টারী হইল না, মাসিক ৫০০০্ হাজার টাকা নষ্ট হইল। এমন কি কাউন্সিলও পরিত্যাগ করিতে হইল।

১। খোদা কি কোথাও রসুলকে মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করাইতে হুকুম দিয়াছেন? যদি দিয়া থাকেন তবে কোরাণের কোন্ স্থানে দেখাও।

২। রসুল উল্লাও কি এমন হুকুম দিয়াছেন? যাহাতে হিন্দু বা খ্রীষ্টান অথবা আর কেহ মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইয়া যাইতে পারিবে না গেলে পরে তাদের সঙ্গে বিবাদ কর, প্রাণ লও, অথবা নিজ প্রাণ দাও। বল, সে হাদিছ কোন্ পুস্তকে আছে?

৩। রসুল সওদাগরকে মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইতে বাধা দেয় নাই কেন? তিনি খোতবা পড়িতে থাকিলে অন্য কোন মুসলমানকে পাঠাইয়া বারণ করিলেন না কেন?

বরিশাল, ২।৪।২৭ | লিয়াকত হোসেন খাঁ (মৌলবী)

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দরিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—

মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।

পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেন্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।

রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

GANGADHAR ANJANSAR — TRADE MARK — An Ointment For Eyes — CHANDERNAGORE AND GANGADHAR BATIKA — TRADE MARK — A Pill For The Eyes — CHANDERNAGORE

গঙ্গাধর অঞ্জনসার ও গঙ্গাধর বটিকা

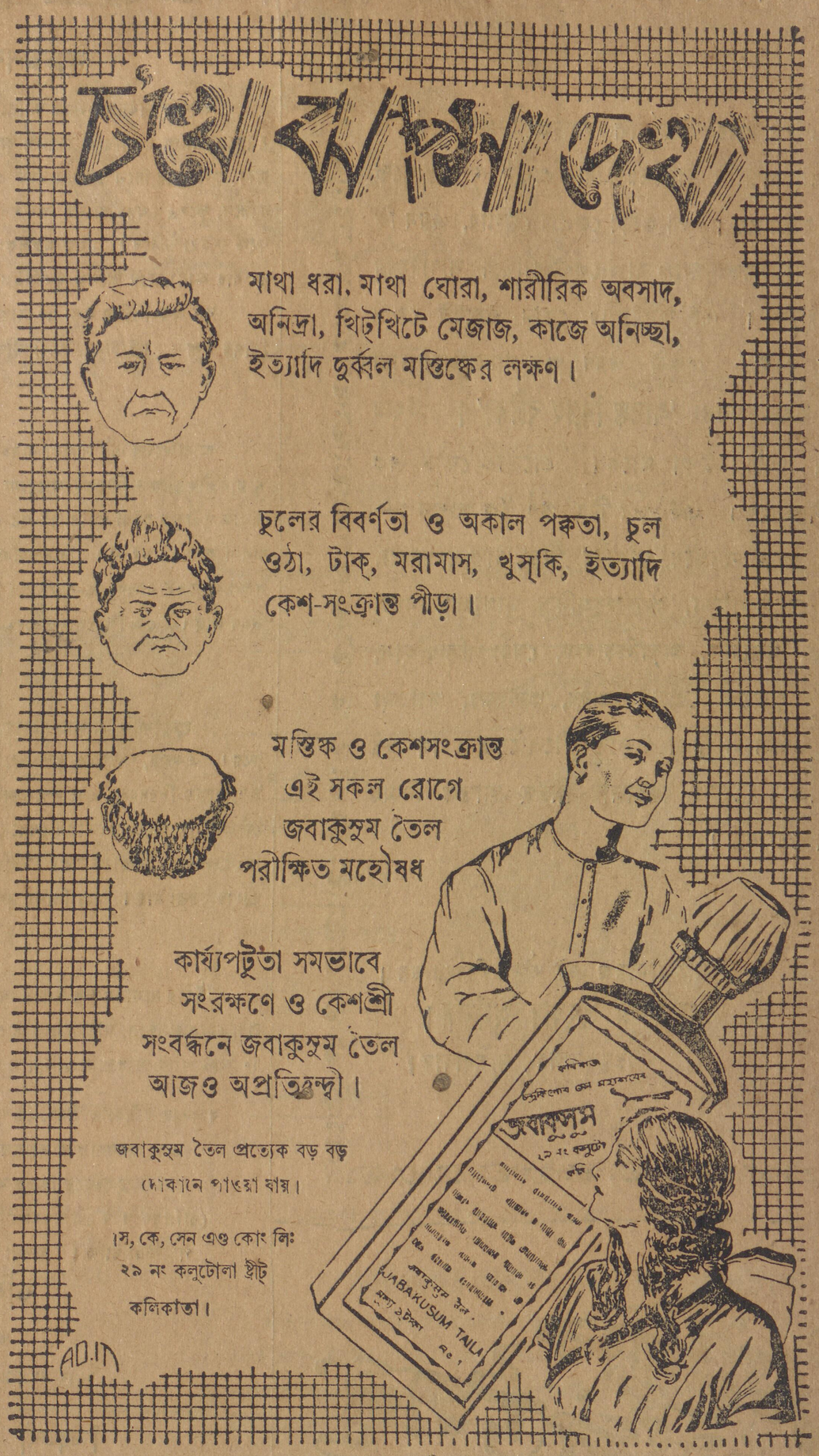

ছানি ব্যতীত সকল প্রকার চক্ষুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

বিগত ৮০ বৎসরেরও অধিক কাল আমাদিগের এই চক্ষুরোগের অমোঘ ঔষধ ব্যবহার করিয়া সহস্র সহস্র রোগী নানাপ্রকার চক্ষুরোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই ঔষধ দুইটির ক্রিয়া আশু ফলপ্রদ ও চিরস্থায়ী। ইহাতে কোন প্রকার চক্ষুর অনিষ্টকর পদার্থ নাই এবং ব্যবহারে কোন প্রকার কষ্ট নাই। ইহা বহু সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিজ্ঞ ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক পরীক্ষিত ও প্রসংশিত। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিজ্ঞাপন পাঠান হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:— রোগীদিগের ঔষধ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য প্রতি জেলায়, মহকুমায় ও গ্রামে গ্রামে এজেন্টের আবশ্যক; পত্র লিখিলে এজেন্সীর নিয়মাবলী পাঠান হয়।

পোষ্ট চন্দননগর, (বেঙ্গল) — শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার।

নানাবিধ দেশী ও বিলাতী সব্জী বীজ মুরশুমি ফুল ও

কপী বীজ

ইত্যাদির সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক উচ্চহারে কমিসন দেওয়া হয়।

বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ এণ্ড কোং

পোঃ বালী, হাবড়া।

প্রশংসার বিষয়

এই যে ৪৬ বৎসরের উর্দ্ধকাল আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীর স্থায়ীত্ব। এই ফার্ম্মাসী ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে ব্রাঞ্চ স্থাপন করিয়াছে। তা ছাড়া জেলায় জেলায়, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলিতেও ব্রাঞ্চ বা এজেন্ট রাখিয়া সাধারণের উপকার করিতেছে। এই ফার্ম্মাসীর কোন ঔষধেই কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। একটী ঔষধ শুদ্ধ গাছগাছড়া দ্বারা তৈয়ারী। উহার নাম **'আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা'**। উহার এক কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে। প্রত্যেক কৌটা এক টাকায় বিক্রীত হয়। এই ঔষধটীর গুণ কি শুনুন:— ইহা সেবনে শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু দৌর্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি, স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, মেধা শক্তির হ্রাস, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরুষের রোগ; প্রদর, কষ্টরজঃ, স্বপ্নরজঃ প্রভৃতি জরায়ুর অন্যান্য পীড়া প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগ দূর হয়। কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীতে পাওয়া যায়।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৴৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵৹ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৴৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, আরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটবাজার, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।

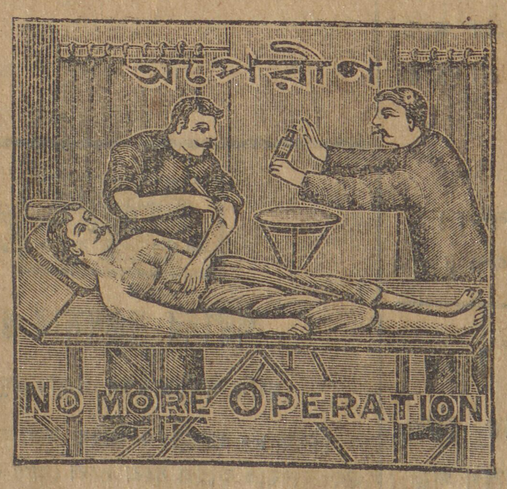

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ॥৶৹ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶৹ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।